কীভাবে ভারত সরকার প্রনীত আইনগুলি ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে ?

সামাজিক পরম্পরা ভাষা, সংস্কৃতি, ভবন, পুরাবস্তু, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে ঐতিহ্য প্রবাহমান তা আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্রের পরিচয় বহন করে। ঐতিহ্য বস্তুতপক্ষে সামাজিক সম্পদ কী প্রাকৃতিক কী সাংস্কৃতিক, কী মূর্ত কী বিমূর্ত সকল প্রকার ঐতিহ্য ঐতিহাসিক তথা পরিবেশগত কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর প্রকৃতি এবং সংস্কৃতির উপর মানুষের অধিকার মানবাধিকারের আইন দ্বারা স্বীকৃত। রাষ্ট্রের দায়িত্ব মানুষের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত মূর্ত এবং বিমূর্ত সকল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এমনকি প্রাকৃতিক ঐতিহ্যগুলিকে রক্ষা করা। আমাদের দেশও এই নিয়মের বাইরে নয়।

ভারতে ঐতিহ্য'র সংরক্ষণ কার্যত একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধ্যকতা বা আদেশ। ভারতীয় সংবিধানের ৫১ক অনুচ্ছেদে নির্দেশমূলক নীতিতে আমাদের দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের দায়িত্বকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "It shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite cul- ture" একইসাথে জাতির কাছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ভবন বা সৌধ এবং বস্তুকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বা দায়িত্বকেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে সংবিধান এই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং তাদের যৌথ দায়িত্বকে সুনির্দিষ্ট করেছে এবং যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ভারতে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবন সংরক্ষণের আইনগত প্রয়াস প্রথম লক্ষ্য করা যায় কোম্পানির শাসনকালে। 'Bengal Regulation XIX of 1810', 'Madras Regulation VII of 1817', 'Act XX of 1863' ইত্যাদি আইনগুলির মধ্যে দিয়ে প্রথমে সরকারি এবং পরে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলিকে সংরক্ষণ করার প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তবে এই বিষয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আইন হল 'The Indian Treasure Trove Act, 1878 (ITTA)' যা ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিরীক্ষণ বা 'Archaeological Survey of India' প্রতিষ্ঠার পরে জারি করা ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রথম আইন। এই আইনের মধ্য দিয়ে আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করা হয়। এই আইনে বলা হয়েছিল যে যেখানে সম্পদটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেই জেলার কালেক্টর মধ্যস্থতার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে দাবিদারকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে পুরাবস্তুটি সরকারের হয়ে অধিকার ও সংরক্ষণ করবে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে পুরাবস্তু সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ আইন 'The Ancient Monuments Preserva- tion Act, 1904 (AMPA)' যা লর্ড কার্জনের শাসনকালে ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক বা নান্দনিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ভবন বা সৌধগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জারি করা হয়েছিল। তবে এই আইন জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা সৌধগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে এক এক অঙ্গরাজ্য নিজের মতো করে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও সৌধকে সংরক্ষণ করতে থাকে।

পুরাবস্তু বা ঐতিহ্য সংক্রান্ত পরবর্তী আইন জারি হয় স্বাধীনতার সময়কালে - এই আইনের নাম 'The Antiquites (Export Control) Act, 1947'। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তুগুলি যাতে দেশের বাইরে কেউ পাচার না করতে পারে তার জন্য এই আইনটি জারি করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে এই আইনটিকে বাতিল করে একই লক্ষ্যে 'The Antiquities and Art Treasure Act 1972 (AATA' জারি করা হয়।

স্বাধীনোত্তরকালে ১৯৫০ এর দশকে ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিষয়ক দুটি আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ- 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Declaration of National Importance) Act, 1951' যার মধ্য দিয়ে জাতীয় স্তরের প্রত্নস্থল, সৌধ এবং কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে রক্ষণাবেক্ষণের শপথ নেওয়া হয়। যদিও এই আইনটিকে আরও সুস্পষ্টভাবে বলবৎ করার জন্য ১৯৫৮ সালের ২৮শে আগস্ট নতুন একটি আইন কার্যকর হয় যার নাম- 'The Ancient Mon- uments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (AMASRA)'। এই আইনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ সৌধ, প্রত্নস্থল, প্রত্নাবশেষকে চিহ্নিত বা তালিকাভুক্ত করা, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননকে স্বীকৃতি দেওয়া, ভাস্কর্য এবং অতীতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খোদাই করা কাজকে রক্ষা করার কথা বলা হয়।

১৯৭৩ সালে 'AAT Rules' জারি করে এই আইনের মাধ্যমে ১) পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের উপর রপ্তানি বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ২) পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মের চোরাচালান রদ করার জন্য বিধান করা হয় এবং ৩) জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে প্রাপ্ত পুরাবস্তু ও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকর্মগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। 'The Antiquities and Art Treasure Act 1972 (AATA)' মুদ্রা, ভাস্কর্য, চিত্র, প্রাচীন সাহিত্য যেগুলির ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে এবং যেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত এবং অন্তত ১০০ বছরের পুরোনো। ঐতিহ্য'র মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল অন্তত ৭৫ বছরের পুরোনো পাণ্ডুলিপি, নথি এবং তথ্যকে।

Act, 2010' এ 'AMASRA'-এর ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে সংশোধন করা হয় এবং ভারতে 'National Monument Authority'

Scanned by CamScanner

গঠন করা হয়। এই সংশোধনের মধ্যে দিয়ে ঐতিহাসিক সৌধগুলির চারপাশে একটি নিয়ন্ত্রিত এবং একটি নিষিদ্ধ বলয় তৈরি করার কথা ঘোষিত হয়। অনুচ্ছেদ ২০-তে আরও বলা হয় যে ঐতিহ্য সংক্রান্ত উপ আইন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রচিত ও গৃহীত হবে। এছাড়াও 'National Monument Authority' কার্যাবলী ও ক্ষমতাকেও এই আইনের মধ্যে দিয়ে স্থির করা হয়। বলা হয় যে ১) 'National Monument Authority' ২০১০ সালের এই আইন বলবৎ হওয়ার আগে থেকে স্বীকৃত ও তালিকাভুক্ত সুরক্ষিত জাতীয় সৌধগুলিকে পর্যায়ভুক্ত করার জন্য এবং তাকে সংরক্ষিত এলাকা রূপে গণ্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করবে এবং ২০১০ সালের পর এরূপ সৌধগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে সংরক্ষণের জন্যও সরকারের কাছে সুপারিশ করবে। ২) 'National Monument Authority' ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য গঠিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাজের উপর নজর রাখবে। ৩) জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প এবং রাষ্ট্রীয় প্রকল্প যেগুলি বৃহৎ এবং যেগুলির প্রভাব ঐতিহাসিক সৌধ বা ভবনের জন্য সংরক্ষিত বা নিষিদ্ধ এলাকায় পড়তে পারে সেই বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ'র কাছে আবেদন জানাবে বা সুপারিশ করবে।

এইভাবে সরকার প্রনীত নানাবিধ আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ ও তা রক্ষনাবেক্ষনে স্বচেষ্ট হয়েছে। তবে অর্থলোলুপ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে কোন কোন মানব দেশীয় ঐতিহ্যকে চোরাচালান পথে বিক্রয় করে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায় দেখালেও তা অত্যন্ত নগন্য। সর্বপরি একথা অনস্বীকার্য যে, আইনের রক্ষা কবচ দেশীয় ঐতিহ্যের অস্তিত্বকে সুষ্ঠভাবে রক্ষা ও চর্চার প্রেক্ষাপটকে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

Scanned by CamScanner